

সূরা ৪৯ : হুজুরাত, মাদানী

৴৹ - سورة الحجرات، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ১৮, রুকু ২)

(آيَاتُهَا : ١٨، رُكُوعَاتُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু
আল্লাহর নামে (শুরু করছি) ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

১। হে মু'মিনগণ! আল্লাহ ও
তাঁর রাসূলের সামনে তোমরা
কোন বিষয়ে অগ্রনী হয়োনা
এবং আল্লাহকে ভয় কর,
নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা,
সর্বজ্ঞ ।

١. يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا
تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

২। হে মু'মিনগণ! তোমরা
নাবীর কণ্ঠস্বরের উপর
নিজেদের কণ্ঠস্বর উচু করনা
এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে
উচ্চৈঃস্বরে কথা বল তার
সাথে সেই রূপ উচ্চৈঃস্বরে
কথা বলনা; কারণ এতে
তোমাদের কাজ নিষ্ফল হয়ে
যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে ।

٢. يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا
تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ
النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ ۚ بِالْقَوْلِ
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن
تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا
تَشْعُرُونَ

৩। যারা আল্লাহর রাসূলের
সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু

٣. إِنَّ الَّذِينَ يُغْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ

করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরিশোধিত করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।

عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُؤْتِيكَ الَّذِينَ
أَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

আল্লাহ ও তাঁর নাবীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিপরীতে কারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার নেই

এই আয়াতসমূহে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় মু‘মিন বান্দাদেরকে তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে আদব শিক্ষা দিচ্ছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা তাদের একান্ত কর্তব্য। তাদের উচিত সমস্ত কাজ-কর্মে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে থাকা। আরও উচিত আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করা।

ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন : **لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ** এ কথার ভাবার্থ হচ্ছে : ‘কিতাব ও সুন্নাতের বিপরীত কথা তোমরা বলনা।’ (তাবারী ২২/২৭৫) কাতাদাহ (রহঃ) মন্তব্য করেছেন, আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে যে, কাফিরদের কেহ কেহ বলত : অমুক অমুক বিষয়ে কেন অহী নাযিল হচ্ছেনা, অমুক অমুক আমল করার ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করা উচিত ইত্যাদি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাদের এ ধরনের মনোভঙ্গি পছন্দ করেননি। (তাবারী ২২/২৭৬) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

وَاتَّقُوا اللَّهَ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম পালন করার ব্যাপারে মনে আল্লাহর ভয় রাখ।

‘আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ, অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের কথা শুনে থাকেন এবং তিনি তোমাদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের খবর রাখেন। এরপর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মু‘মিন বান্দাদেরকে আর একটি আদব বা ভদ্রতা শিক্ষা দিচ্ছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ তারা যেন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু

না করে। এ আয়াতটি আবু বাকর (রাঃ) ও উমারের (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় বলে বর্ণিত আছে।

আবু মুলাইকা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : ‘এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, দুই মহান ব্যক্তি অর্থাৎ আবু বাকর (রাঃ) ও উমার (রাঃ) যেন প্রায় ধ্বংসই হয়ে যাচ্ছিলেন, যেহেতু তাঁরা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে তাঁদের কণ্ঠস্বর উঁচু করেছিলেন যখন বানী তামীম গোত্রের প্রতিনিধি হাযির হয়েছিলেন। তাদের একজন মুজাশিহ গোত্রের হাবিস ইব্ন আকরার (রাঃ) প্রতি সমর্থন করেন এবং অপরজন সমর্থন করেন অন্য একজনের প্রতি। বর্ণনাকারী নাফি’ (রাঃ) এর তাঁর নাম মনে নেই। তখন আবু বাকর (রাঃ) উমারকে (রাঃ) বলেন : ‘আপনিতো সব সময় আমার বিরোধিতাই করে থাকেন?’ উত্তরে উমার (রাঃ) আবু বাকরকে (রাঃ) বলেন : ‘আপনার এটা ভুল ধারণা।’ এভাবে উভয়ের মধ্যে তর্কের ফলে তাদের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) বলেন : ‘এরপর উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এত নিম্নস্বরে কথা বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়বার তাকে জিজ্ঞেস করতেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪৫৪)

ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন যে, সাবিত ইব্ন কায়েসকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাজলিসে কয়েক দিন পর্যন্ত দেখা যায়নি। একটি লোক বললেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনাকে আমি তাঁর সম্পর্কে খবর এনে দিচ্ছি।’ অতঃপর লোকটি সাবিত ইব্ন কায়েসের (রাঃ) বাড়ী গিয়ে দেখেন যে, তিনি মাথা ঝুঁকানো অবস্থায় বসে আছেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : ‘আপনার কি হয়েছে?’ উত্তরে তিনি বললেন : ‘আমার অবস্থা খুব খারাপ। আমি নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কণ্ঠস্বরের উপর নিজের কণ্ঠস্বর উঁচু করতাম। আমার আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং আমি জাহান্নামী হয়ে গেছি।’ লোকটি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল। তখন ঐ লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ হতে এক অতি বড় সুসংবাদ নিয়ে দ্বিতীয়বার সাবিত ইব্ন কায়েসের (রাঃ) নিকট গমন করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকটিকে বলেছিলেন, তুমি সাবিত ইব্ন কায়েসের (রাঃ) কাছে গিয়ে বল : ‘আপনি জাহান্নামী নন, বরং জান্নাতী।’ (ফাতহুল বারী ৮/৪৫৪)

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ** হতে পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়, আর সাবিত ইব্ন কায়েস ইব্ন শাম্মাস (রাঃ) ছিলেন উচ্চ কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট লোক। সুতরাং তিনি তখন বলেন : ‘আমি আমার কণ্ঠস্বর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর উঁচু করতাম, কাজেই আমি জাহান্নামী হয়ে গেছি এবং আমার আমল নিষ্ফল হয়ে গেছে।’ তাই তিনি চিন্তিত অবস্থায় বাড়ীতেই অবস্থান করতে থাকেন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাজলিসে অনুপস্থিত থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার খোঁজ নিলে কাওমের কিছু লোক তার কাছে গিয়ে তাকে বলেন : ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে তাঁর মাজলিসে না পেয়ে আপনার খোঁজ নিয়েছেন।’ তখন তিনি বলেন : ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে উচ্চস্বরে কথা বলেছি, সুতরাং আমি জাহান্নামী হয়ে গেছি এবং আমার আমল নিষ্ফল হয়ে গেছে।’ তখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে এ খবর দেন।

তখন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘না, বরং সে জান্নাতী।’ আনাস (রাঃ) বলেন : ‘অতঃপর আমরা সাবিত ইব্ন কায়েসকে (রাঃ) জীবিত অবস্থায় চলাফিরা করতে দেখতাম এবং জানতাম যে, তিনি একজন জান্নাতী। অতঃপর ইয়ামামার যুদ্ধে যখন আমরা কিছুটা ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়ি তখন আমরা দেখি যে, সাবিত ইব্ন কায়েস ইব্ন শাম্মাস (রাঃ) সুগন্ধময় কাফন পরিহিত হয়ে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন এবং বলছেন : ‘সবচেয়ে খারাপ কাজ হল যা তোমরা শত্রুদের কাছ থেকে গ্রহণ কর, তোমরা তোমাদের সাথীদের জন্য মন্দ দৃষ্টান্ত রেখে যেওনা।’ এ কথা বলে তিনি শত্রুদের মধ্যে ঢুকে পড়েন এবং বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যান (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)।’ (আহমাদ ৩/১৩৭) এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ হে মু’মিনগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চ স্বরে কথা বল, নাবীর সাথে সেইভাবে উচ্চ স্বরে কথা বলনা, বরং তাঁর সাথে অতি সম্মান ও আদরের সাথে কথা বলতে হবে। যেমন আল্লাহ তা’আলা অন্য জায়গায় বলেন :

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

রাসূলের আহ্বানকে তোমরা একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য করনা।
(সূরা নূর. ২৪ : ৬৩) এরপর আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বলেন :

۞ نَابِیْرِ كَثۡۤسَرِّۤهٖ عَلٰی تَوَاۤمِدِہٖمْ لَا تَشْعُرُوۡنَ
 কঠস্বরকে উঁচু করতে নিষেধ করার কারণ এই যে, হয়ত এর কারণে কোন সময়
 নাবী তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন এবং এর ফলে তোমাদের অজ্ঞাতসারে
 তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে। যেমন সহীহ হাদীসে আছে :

মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির এমন কোন কথা উচ্চারণ করে যা তার কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু ওটা আল্লাহ তা‘আলার নিকট এতই পছন্দনীয় হয় যে, এ কারণে তিনি তাকে জান্নাতবাসী করে দেন। পক্ষান্তরে মানুষ আল্লাহর অসন্তুষ্টির এমন কোন কথা উচ্চারণ করে যা তার কাছে তেমন খারাপ কথা নয়, কিন্তু ওরই কারণে আল্লাহ তাকে জাহান্নামী করে দেন এবং তাকে জাহান্নামের এত নিম্ন স্তরে নামিয়ে দেন যে, ঐ গর্তটি আসমান ও যমীন হতেও গভীরতম। (ফাতহুল বারী ১১/৩১৪) অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে স্বর নীচু করার প্রতি উৎসাহিত করতে গিয়ে বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يُعْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ

যারা রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরিশোধিত করেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) কিতাবুয্ যুহুদে একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন যে, উমারের (রাঃ) নিকট লিখিতভাবে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করা হয় : ‘হে আমীরুল মু‘মিনীন! যার অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপের প্রবৃত্তি ও বাসনা নেই এবং সে কোন অবাধ্যতামূলক কাজ করেওনা এবং আর এক ব্যক্তি, যার অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপের প্রবৃত্তি ও বাসনা রয়েছে, কিন্তু এসব অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপ হতে সে দূরে থাকে, এদের মধ্যে কে বেশি উত্তম?’ উত্তরে উমার (রাঃ) বলেন : ‘যার অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপের প্রবৃত্তি রয়েছে, তথাপি সে এসব কার্যকলাপ হতে বেঁচে থাকে সেই বেশি উত্তম। এ ধরনের লোক সম্পর্কেই আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরিশোধিত করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

<p>৪। যারা ঘরের পিছন হতে তোমাকে উচ্চৈশ্বরে ডাকে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।</p>	<p>٤. إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ</p>
<p>৫। তুমি বের হয়ে তাদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্য ধারণ করত তাহলে তাই তাদের জন্য উত্তম হত। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।</p>	<p>٥. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ</p>

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে

গৃহের বাহির থেকে ডাকাডাকি করার ব্যাপারে নিন্দাবাদ

এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা‘আলা ঐ গ্রাম্য লোকগুলোর নিন্দা করছেন যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর ঘরের পিছন হতে ডাকত যেখানে তাঁর স্ত্রীগণ থাকতেন। তাই আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা‘আলা বলেন যে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ। অতঃপর এ ব্যাপারে আদব বা ভদ্রতা শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন :

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ হে নাবী! তুমি বের হয়ে তাদের নিকট আসা পর্যন্ত তারা যদি ধৈর্য ধারণ করত তাহলে ওটাই তাদের জন্য উত্তম হত। অতঃপর মহান আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা‘আলা হুকুম দিচ্ছেন যে, এরূপ লোকদের উচিত আল্লাহ তা‘আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। কেননা তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। এ আয়াতটি আকরা ইব্ন হাবিস আত তামিমীর

(রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ‘হে মুহাম্মাদ!’ ‘হে মুহাম্মাদ!’ এভাবে নাম ধরে ডাক দেয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে : হে রাসূলুল্লাহ! কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন জবাব দিলেননা। তখন সে বলে : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার প্রশংসা করা (অন্যের জন্য) মহামূল্যবান এবং আমার নিন্দা করা (অন্যের জন্য) তার লাঞ্ছনার কারণ।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন : ‘এরূপ সত্তাতো হলেন একমাত্র মহামহিমাম্বিত আল্লাহ।’ (আহমাদ ৩/৪৮৮)

৬। হে মু‘মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ণ করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতা বশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।

۶. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍۭ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰٓى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِيْمِيْنَ

৭। তোমরা জেনে রেখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন; তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে নিলে তোমরাই কষ্ট পাবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং উহা তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন; কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়। ওরাই সৎ পথ অবলম্বনকারী।

۷. وَاَعْلَمُوْا اَنَّ فِیْكُمْ رَسُوْلًا ۚ لَّوْ یُطِیْعُكُمْ فِیْ کَثِیْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰیکنَّ اَللّٰهُ حَبَّبَ اِلَیْكُمْ الْاٰیْمٰنَ وَزَيَّنَّهٗ فِیْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَتْ اِلَیْكُمْ الْکُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْیَانَ ؕ اُولٰٓئِکَ

	هُمُ الرّٰشِدُونَ
৮। এটা আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।	۸. فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

পাপাচারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত খবর যাচাই করা

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন পাপাচারীর খবরের উপর নির্ভর না করে। যে পর্যন্ত সত্যতা যাচাই ও পরীক্ষা করে প্রকৃত ঘটনা জানা না যায় সেই পর্যন্ত কোন কাজ করে ফেলা উচিত নয়। হতে পারে যে, কোন পাপাচারী ব্যক্তি কোন মিথ্যা কথা বলল অথবা সে ভুল করে ফেলল এবং তার খবর অনুযায়ী মু'মিনরা কোন কাজ করল, এতে প্রকৃতপক্ষে তারই অনুসরণ করা হল। আর পাপাচারী ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী লোকদের অনুসরণ করা আলেমদের মতে হারাম। এই আয়াতের উপর ভিত্তি করেই কোন কোন মুহাদ্দিস ঐ ব্যক্তির রিওয়ায়াতকেও নির্ভরযোগ্য মনে করেন না যার অবস্থা জানা নেই। কেননা হতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তি পাপাচারী।

রাসূলের সিদ্ধান্ত হল সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ তোমরা জেনে রেখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন। তোমাদের উচিত তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁর নির্দেশাবলী সঠিকভাবে মেনে চলা। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী। তোমাদেরকে তিনি খুবই ভালবাসেন। তিনি কখনই তোমাদেরকে বিপদে ফেলতে চাননা। তোমরা নিজেদের ততো কল্যাণকামী নও যতটা তিনি তোমাদের কল্যাণকামী। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ

নাবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৬) এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ যদি মুহাম্মাদ বহু বিষয়ে তোমাদের কথা শুনতেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতেন তাহলে তোমরাই কষ্ট পেতে এবং তোমাদেরই ক্ষতি সাধিত হত। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَلَوْ أَتَبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ
بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ

সত্য যদি তাদের কামনার অনুগামী হত তাহলে বিশৃংখল হয়ে পড়ত আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং ওদের মধ্যবর্তী সব কিছুই; পক্ষান্তরে আমি তাদেরকে দিয়েছি উপদেশ, কিন্তু তারা উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা মু'মিনুন. ২৩ : ৭১) অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন :

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং ওটাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন। মহান আল্লাহ এরপর বলেন :

وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ কুফরী, পাপাচার, অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়। আর এভাবে ক্রমান্বয়ে তিনি তোমাদের উপর স্বীয় নি'আমাত পূর্ণ করে দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন : أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ওরাই সৎপথ অবলম্বনকারী।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, আবু রিফাহ আয যুরাকী (রহঃ) বলেন, তার পিতা বলেছেন : উহুদের যুদ্ধের দিন যখন মুশরিকরা ফিরে যায় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীগণকে বলেন : 'তোমরা সোজাভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দন্ডায়মান হও, আমি মহামহিমাম্বিত আল্লাহর গুণগান করব।' তখন জনগণ তাঁর পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যান। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের দু'আটি পাঠ করেন :

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، اللَّهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَاسَطْتَ وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ وَلَا هَادِيَ لِمَنْ أَضَلَلْتَ وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ، وَلَا مُبَاعِدَ

لَمَّا قَرَّبْتَ ۖ اَللّٰهُمَّ اَبْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ
وَرَزْقِكَ ۖ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ التَّعِيْمَ الْمَقِيْمَ الَّذِیْ لَا یَحْوُلُ وَلَا یَزُوْلُ ۖ
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ التَّعِيْمَ یَوْمَ الْعِیْلَةِ وَالْاَمْنِ یَوْمَ الْخَوْفِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
عَائِدٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اَعْطَيْتَنَا وَ مِنْ شَرِّ مَا مَنَعْتَنَا اَللّٰهُمَّ حَبِّبِ اِلَیْنَا
الْاِیْمَانَ وَرِیَّتَهُ فِی قُلُوْبِنَا وَكِرَّهُ اِلَیْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعَصِیَانَ
وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِیْنَ. اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِیْنَ وَ اَحِنَّا مُسْلِمِیْنَ وَ اَلْحَقْنَا
بِالصَّالِحِیْنَ غَیْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُوْنِیْنَ. اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكُفْرَةَ الَّذِیْنَ یُكَذِّبُوْنَ
رَسُوْلَكَ وَیَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِكَ وَاجْعَلْ عَلَیْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ. اَللّٰهُمَّ
قَاتِلِ الْكُفْرَةَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ اِلَهَ الْحَقِّ

‘হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আপনারই প্রাপ্য। আপনি যাকে প্রশস্ততা দান করেন তার কেহ সংকীর্ণতা আনয়ন করতে পারেনা, আর আপনি যাকে সংকীর্ণতা দেন তার কেহ প্রশস্ততা আনয়ন করতে পারেনা। আপনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেহ পথ দেখাতে পারেনা, আর আপনি যাকে পথ প্রদর্শন করেন তাকে কেহ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা। আপনি যাকে বঞ্চিত করেন তাকে কেহ দিতে পারেনা, আর আপনি যাকে দেন তাকে কেহ বঞ্চিত করতে পারেনা। আপনি যাকে দূরে রাখেন তাকে কেহ কাছে আনতে পারেনা, আর আপনি যাকে কাছে আনেন তাকে কেহ দূরে রাখতে পারেনা। হে আল্লাহ! আমাদের উপর আপনি আপনার বারাকাত, রাহমাত, অনুগ্রহ ও জীবিকা প্রশস্ত করে দিন! হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ঐ চিরস্থায়ী নি‘আমাত যাক্ষণ করছি যা কখনও শেষ হবেনা এবং নষ্টও হবেনা। হে আল্লাহ! দারিদ্রতা ও প্রয়োজনের দিন আমি আপনার নিকট নি‘আমাত প্রার্থনা করছি এবং ভয়ের দিন আমি আপনার নিকট শান্তি ও নিরাপত্তা চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যা দিয়েছেন এবং যা দেননি এসবের অনিষ্টতা হতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরে আপনি ঈমানকে প্রিয় করে দিন এবং কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে আমাদের নিকট অপ্রিয় করুন! আর আমাদেরকে সৎপথ অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। হে আল্লাহ! মুসলিম অবস্থায় আমাদের মৃত্যু

দিন, মুসলিম অবস্থায় জীবিত রাখুন এবং সৎ লোকদের সাথে আমাদেরকে মিলিত করুন। আমাদেরকে অপমানিত করবেননা এবং ফিতনায় ফেলবেননা। হে আল্লাহ! আপনি ঐ কাফিরদেরকে ধ্বংস করুন যারা আপনার রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করে ও আপনার পথ হতে নিবৃত্ত করে এবং তাদের উপর আপনার শাস্তি ও আযাব নাযিল করুন। হে আল্লাহ! আপনি আহলে কিতাবের কাফিরদেরকেও ধ্বংস করুন, হে সত্য মা'বুদ!' (আহমাদ ৩/৪২৪) ইমাম নাসাঈও (রহঃ) এ হাদীসটি তার 'আমাল আল ইয়াওম ওয়াল লাইল' কিতাবে বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ৬/১৫৬)

মারফু' হাদীসে রয়েছে : 'যার কাছে সাওয়াবের কাজ ভাল লাগে এবং পাপের কাজ মন্দ লাগে সে মু'মিন।' এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً এটা আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ। সুপথ প্রাপ্তির হকদার ও পথভ্রষ্ট হওয়ার হকদারদেরকে তিনি ভালরূপেই জানেন। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৯। মু'মিনদের দুই দল দ্বন্দ্ব লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে; অতঃপর তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়ে সাথে ফাইসালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।

৯. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ سُحِبٌ الْمُقْسِطِينَ

১০। মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।

১০. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

মুসলিমদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা

এখানে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যদি মুসলিমদের দুই দল পরস্পর দ্বন্দ্ব লিপ্ত হয় তাহলে অন্যান্য মুসলিমদের উচিত তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া। মু'মিনদের وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا। দুই দল দ্বন্দ্ব লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। পরস্পর বিবাদমান দু'টি দলকে আল্লাহ মু'মিনই বলেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন এটাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে বলেন যে, কোন মুসলিম যত বড়ই পাপ করুক না কেন সে ঈমান হতে বের হয়ে যাবেনা, যদিও খারেজী, মু'তাবিলা ইত্যাদি সম্প্রদায় এর বিপরীত মত পোষণ করে। নিম্নের হাদীসটিও এ আয়াতের পৃষ্ঠপোষকতা করে :

আবু বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিসরের উপর দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন এবং হাসান ইব্ন আলীও (রাঃ) তাঁর পাশে ছিলেন। কখনও তিনি হাসানের (রাঃ) দিকে তাকাচ্ছিলেন এবং কখনও জনগণের দিকে দেখছিলেন। আর বলছিলেন : 'আমার এ ছেলে (নাতি) নেতা এবং আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে মুসলিমদের বিরাট দু'টি দলের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দিবেন।' (ফাতহুল বারী ৫/৩৬১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। সিরিয়াবাসী ও ইরাকবাসীদের মধ্যে বড় বড় ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পর তাঁরই মাধ্যমেই তাদের মধ্যে সন্ধি হয়। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ

اللَّهِ যদি একদল অন্য দলের উপর আক্রমণ করে তাহলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।

সহীহ হাদীসে এসেছে, আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে অত্যাচারী হোক অথবা অত্যাচারিত হোক।’ বর্ণনাকারী আনাস (রাঃ) বললেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি সাহায্য করতে পারি অত্যাচারিতকে, কিন্তু আমি অত্যাচারীকে কিরূপে সাহায্য করতে পারি?’ উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘অত্যাচারীকে তুমি অত্যাচার করা হতে বাধা দিবে ও বিরত রাখবে, এটাই হবে তোমার তাকে সাহায্য করা।’ (ফাতহুল বারী ৫/১১৮)

সাদ্দ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, খেজুর গাছের ডাল-পালা নিয়ে আউস ও খায়রাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে তর্ক-তর্কি করতে গিয়ে এক সময় হাতাহাতির রূপ নেয়। তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়ার জন্য এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (দুররুন্না মানসুর ৭/৫০০)

সুদী (রহঃ) বলেন যে, ইমরান নামক একজন আনসারী ছিলেন। তার স্ত্রীর নাম ছিল উম্মে যায়িদ। তিনি (তার স্ত্রী) তাঁর পিত্রালয়ে যেতে চান। কিন্তু তার স্বামী বাধা দেন এবং বলেন যে, তার স্ত্রীর পিত্রালয়ের কোন লোক যেন তার বাড়ীতে না আসে। স্ত্রী তখন তার পিত্রালয়ে এ খবর পাঠিয়ে দেন। খবর পেয়ে সেখান হতে লোক এসে উম্মে যায়িদকে বাড়ী হতে বের করে এবং সাথে করে নিয়ে যাবার ইচ্ছা করে। ঐ সময় তার স্বামী বাড়ীতে ছিলেননা। তার লোক তার চাচাতো ভাইদেরকে খবর দেয়। খবর পেয়ে তারা দৌড়ে আসে এবং স্ত্রীর লোক ও স্বামীর লোকদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যায় এবং মারামারি ও জুতা ছুঁড়াছুঁড়িও হয়। তাদের ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়পক্ষের লোকদেরকে ডেকে তাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেন। (তাবারী ২২/২৯৪)

মহান আল্লাহ বলেন : তোমরা দুই দলের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফাইসালা করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘দুনিয়ায় ন্যায়-পরায়ণ বিচারকরা পরম দয়ালু, মহিমাম্বিত আল্লাহর সামনে মণি-মুক্তার আসনে উপবিষ্ট থাকবে, এটা হবে তাদের দুনিয়ায় ন্যায়-পরায়ণতার প্রতিদান।’ (নাসাঈ ৫৯১৭) এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই।' অর্থাৎ মু'মিনরা সবাই পরস্পর দীনী ভাই। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

প্রত্যেক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই। সে অন্যের প্রতি অবিচার করেনা এবং নিজের অংশও ভুলে যায়না। (ফাতহুল বারী ৫/১১৬) অন্যত্র তিনি বলেন : আল্লাহ ততক্ষণ বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার (মু'মিন) ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।' (মুসলিম ৪/২০৭৪) সহীহ হাদীসে আরও রয়েছে : যখন কোন মুসলিম তার মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করে তখন মালাক/ফেরেশতা তার দু'আয় আমীন বলেন এবং বলেন : আল্লাহ তোমাকেও অনুরূপই প্রদান করুন।' (মুসলিম ৪/২০৯৪)

আরও একটি সহীহ হাদীসে রয়েছে : 'মুসলিমের পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি, দয়া-সহানুভূতি ও মিলা-মিশার দৃষ্টান্ত একটি দেহের মত। যখন কোন অঙ্গে পীড়া হয় তখন সম্পূর্ণ দেহ ঐ ব্যথা অনুভব করে, সারা দেহে জ্বর এসে যায় এবং নিদ্রাহীন অবস্থায় কাটে।' (মুসলিম ৪/১৯৯৯) অন্য সহীহ হাদীসে আছে : 'এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য একটি দেয়ালের মত, যার একটি অংশ অপর অংশকে শক্ত ও দৃঢ় করে।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক হাতের অঙ্গুলিগুলিকে অপর হাতের অঙ্গুলিগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখিয়ে দেন। (ফাতহুল বারী ৫/১১৯) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ সুতরাং তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃত্বের মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর। অর্থাৎ বিবাদমান দুই ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দাও। আর সমস্ত কাজ-কর্মের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। এর ফলে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তোমাদের উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হবে। যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে তাদের সাথেই আল্লাহর রাহমাত থাকে।

১১। হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন

۱۱. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ

মহিলা অপর কোন মহিলাকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করনা এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকনা; ঈমান আনার পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ হতে নিবৃত্ত না হয় তারা ই যালিম।

مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

একে অন্যকে হয় না করা ও ঠাট্টা-বিক্রপ না করার নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে লাক্ষিত ও অপমানিত করতে এবং তাদেরকে ঠাট্টা-উপহাস করতে নিষেধ করেছেন। হাদীসে আছে যে, গর্ব-অহংকার হল সত্য হতে বিমুখ হওয়া এবং মানুষকে ঘৃণ্য ও তুচ্ছ জ্ঞান করার নাম। (মুসলিম ১/৯৩) আল্লাহ তা'আলা এর কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, মানুষ যাকে লাক্ষিত-অপমানিত করছে এবং উপহাসের পাত্র মনে করছে সেই হয়তো আল্লাহ তা'আলার নিকট বেশি মর্যাদাবান। পুরুষদেরকে এটা হতে নিষেধ করার পর পৃথকভাবে নারীদেরকেও এটা হতে নিষেধ করেছেন।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা একে অপরের দোষ অন্বেষণ করা এবং একে অপরকে দোষারোপ করা হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন :

وَيْلٌ لَّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে। (সূরা হুমাযাহ্, ১০৪ : ১) হুমَز হয় কাজ দ্বারা এবং লুমَز হয় কথা দ্বারা। অন্য একটি আয়াতে আছে :

هَمَّا زِ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ

পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়। (সূরা কলম, ৬৮ : ১১) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন : 'তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করনা।' যেমন অন্য জায়গায় বলেন :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

এবং তোমরা নিজেদের হত্যা করনা। (সূরা নিসা, ৪ : ২৯)

ইবন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইবন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইবন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে : 'তোমরা একে অপরকে বিদ্রূপ করনা।' এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকনা। অর্থাৎ তার এমন নামকরণ করনা যা শুনতে সে অপছন্দ করে।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, এই হুকুম বানু সালামাহ গোত্রের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাদীনায় আগমন করেন তখন তথাকার প্রত্যেক লোকের দু'টি বা তিনটি করে নাম ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেহকেও যখন কোন একটি নাম ধরে ডাকতেন তখন লোকেরা বলত : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ নামে ডাকলে সে অসম্বস্ত হয়।' তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ৪/৪৬০, আবু দাউদ ৫/২৪৬) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা বড়ই গর্হিত কাজ। সুতরাং যারা এই ধরনের কাজ হতে নিবৃত্ত না হয় তারাই যালিম।

১২। হে মু'মিনগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করনা এবং একে অপরের

۱۲. يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ
بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا

পশ্চাতে নিন্দা করনা।
তোমাদের মধ্যে কি কেহ তার
মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ
করতে চায়? বস্তৃতঃ
তোমরাতো এটাকে ঘৃণাই মনে
কর। তোমরা আল্লাহকে ভয়
কর। আল্লাহ তাওবাহ
গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا
أُتِحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ
لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

অহেতুক সন্দেহ না করার নির্দেশ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় মু‘মিন বান্দাদেরকে সন্দেহ পোষণ করা হতে, অপবাদ দেয়া হতে, পরিবার পরিজন এবং অপর লোকদের অন্তরে অযথা ভয় সৃষ্টি করা হতে নিষেধ করছেন। তিনি বলছেন যে, অনেক সময় এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ পাপের কারণ হয়ে থাকে। সুতরাং মানুষের এ ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

আমীরুল মু‘মিনীন উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) বলেন : ‘তোমার মুসলিম ভাইয়ের মুখ হতে যে কথা বের হয় তুমি যথা সম্ভব ওটার প্রতি ভাল ধারণাই পোষণ করবে।’ (দুররুল মানসুর ৬/৯৯)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘তোমরা কু-ধারণা হতে বেঁচে থাক, কু-ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। তোমরা কারও গোপন তথ্য সন্ধান করনা, একে অপরের দোষ-ত্রুটি খোঁজার চেষ্টা করনা, হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করনা, একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করনা, একে অপরকে ঘৃণা করনা, একে অপর থেকে পৃথক থেকনা এবং হে আল্লাহর বান্দারা! সবাই ভাই ভাই হয়ে যাও।’ (মুআত্তা ২/৯০৭, ফাতহুল বারী ১০/৪৯৯)

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘তোমরা একে অপরের সাথে মতবিরোধ করনা, একে অপরের সাথে মিলা-মিশা পরিত্যাগ করনা, একে অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করনা, বরং আল্লাহর বান্দারা সবাই মিলে ভাই ভাই হয়ে যাও। কোন মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি কথাবার্তা

বলা ও মিলা-মিশা করা পরিত্যাগ করে।' (মুসলিম ৪/১৯৮৩, তিরমিযী ৬/৪৬) মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَا تَجَسَّسُوا তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় সন্ধান করনা।

تَجَسَّسُ শব্দের প্রয়োগ সাধারণতঃ মন্দের উপরই হয়ে থাকে। আর تَحَسَّسُ এর প্রয়োগ হয় ভাল কিছুর উপর। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ইয়াকূবের (আঃ) খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি তাঁর সন্তানদেরকে বলেছিলেন :

يَبْنَیْ اَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ یُوسُفَ وَاَخِيهِ وَلَا تَاَيَّسُوا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ

হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার সহোদরের (সহোদর ভাইয়ের) অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহর আশিস হতে তোমরা নিরাশ হয়োনা। (সূরা ইউসুফ, ১২ : ৮৭) আবার কখনও কখনও এ দুটো শব্দেরই প্রয়োগ মন্দের উপর হয়ে থাকে। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَبَاغِضُوا وَلَا تَدَابُرُوا وَلَا تَكُونُوا عِبَادَ

اللّٰهِ اخْوَانًا

তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করনা, একে অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করনা, একে অপরকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে চলনা এবং তোমরা আল্লাহর বান্দারা সব ভাই ভাই হয়ে যাও। (ফাতহুল বারী ১০/৪৯৬)

ইমাম আওয়ায়ী (রহঃ) বলেন যে, تَجَسَّسُ বলা হয় কোন বিষয়ে খোঁজ নেয়াকে। আর تَحَسَّسُ বলা হয় ঐ লোকদের কানা-ঘুষার উপর কান লাগিয়ে দেয়াকে যারা কেহকেও নিজেদের কথা গোপনে শোনাতে চায় এবং تَدَابُرُ বলা হয় একে অপরের উপর বিরক্ত হয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা গীবত করতে নিষেধ করছেন।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! গীবত কি?' উত্তরে তিনি বলেন : 'গীবত হল এই যে, তুমি তোমার (মুসলিম) ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সম্বন্ধে এমন কিছু আলোচনা করবে যা সে

অপছন্দ করে।' আবার প্রশ্ন করা হয় : 'তার সম্বন্ধে যা আলোচনা করা হয় তা যদি তার মধ্যে বাস্তবে থাকে?' জবাবে তিনি বলেন : 'হ্যাঁ, গীবততো এটাই। আর যদি বাস্তবে ঐ দোষ তার মধ্যে না থাকে তাহলে ওটাতো অপবাদ।' (আবু দাউদ ৫/১৯১, মুসলিম ২৫৮৯, তিরমিযী ৬/৬৩) ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

মোট কথা, গীবত হারাম বা অবৈধ এবং এর অবৈধতার উপর মুসলিমদের ইজমা রয়েছে। তবে হ্যাঁ, শারীয়াতের যৌক্তিকতায় কারও এ ধরনের কথা আলোচনা করা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন সতর্ককরণ, উপদেশ দান এবং মঙ্গল কামনা করা। মহামহিমাবিত্ত আল্লাহ বলেন : 'তোমাদের মধ্যে কি কেহ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাবে?' অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে যেমন ঘৃণা বোধ কর, গীবতকে এর চেয়েও বেশি ঘৃণা করা উচিত। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'যে কোন কিছু দান করার পর তা ফিরিয়ে নেয় সে ঐ কুকুরের মত যে বমি করার পর পুনরায় তা ভক্ষণ করে।' আরও বলেন : 'খারাপ দৃষ্টান্ত আমাদের জন্য সমীচীন নয়।' (ফাতহুল বারী ৫/২৭৮) বিদায় হাজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন : 'তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের মান-মর্যাদা তোমাদের উপর এমনই পবিত্র যেমন পবিত্র তোমাদের এই দিনটি, এই মাসটি ও এই শহরটি।' (ফাতহুল বারী ৩/৬৭০, মুসলিম ৩/১৩০৬, তিরমিযী ৮/৪৮১, আহমাদ ১/২৩০)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'প্রত্যেক মুসলিমের উপর প্রত্যেক মুসলিমের মাল, মান-সম্মান ও রক্ত হারাম (অর্থাৎ মাল আত্মসাৎ করা, মান-সম্মান হানী করা এবং খুন করা হারাম)। মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার অন্য মুসলিম ভাইকে ঘৃণা করবে।' (আবু দাউদ ৫/১৯৫, তিরমিযী ৬/৫৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মায়িয (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি ব্যভিচার করেছি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এমনকি মায়িয (রাঃ) চারবার এ কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। পঞ্চমবারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : ‘তুমি কি সত্যিই ব্যভিচার করেছ?’ উত্তরে তিনি বললেন : ‘জী, হ্যাঁ।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় তাঁকে প্রশ্ন করলেন : ‘ব্যভিচার কাকে বলে তা তুমি জান কি?’ জবাবে তিনি বললেন : ‘হ্যাঁ, মানুষ তার হালাল স্ত্রীর সাথে যা করে আমি হারাম স্ত্রীলোকের সাথে ঠিক তাই করেছি।’ রাসূলুল্লাহ প্রশ্ন করলেন : ‘এখন তোমার উদ্দেশ্য কি?’ মায়িয় (রাঃ) বললেন : ‘আমার উদ্দেশ্য এই যে, আমাকে আপনি এই পাপ হতে পবিত্র করবেন।’ তিনি প্রশ্ন করলেন : ‘তুমি কি তোমার গুণ্ডাগকে এরূপভাবে প্রবেশ করিয়েছিলে যে রূপভাবে শলাকা সুরমাদানীর মধ্যে এবং রশি কুঁয়ার মধ্যে প্রবেশ করে?’ তিনি উত্তর দিলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হ্যাঁ ঐভাবেই।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে রজম করার অর্থাৎ অর্ধেক পুঁতে ফেলে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করার নির্দেশ দেন এবং এভাবেই তাকে হত্যা করা হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু’জন লোককে পরস্পর বলাবলি করতে শুনলেন : ‘এ লোকটিকে দেখ, আল্লাহ তার দোষ গোপন রেখেছিলেন, কিন্তু সে নিজেই নিজেকে ছাড়লনা, ফলে কুকুরের মত তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা হল।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে চলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি দেখলেন যে, পথে একটি মৃত গাধা পড়ে রয়েছে। তিনি বললেন : ‘অমুক অমুক কোথায়? তারা তাঁর কাছে এলে তিনি তাদেরকে বললেন : তোমরা সওয়ারী হতে অবতরণ কর এবং এই মৃত গাধার গোশত ভক্ষণ কর।’ তারা বলল : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, এটা কি খাওয়ার যোগ্য?’ উত্তরে তিনি বললেন : ‘তোমরা তোমাদের (মুসলিম) ভাইয়ের যে দোষ বর্ণনা করছিলে ওটা এর চেয়েও জঘন্য ছিল। যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! সে (অর্থাৎ মায়িয় (রাঃ)তো এখন জান্নাতের নদীতে সাঁতার কাটছে।’ (মুসনাদ আবু ইয়াল্লা ৬/৫২৪)

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে (সফরে) ছিলাম, এমন সময় মৃত পচা দুর্গন্ধযুক্ত বাতাস বইতে শুরু করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন : ‘এটা কিসের দুর্গন্ধ তা তোমরা জান কি?’ এটা হল ঐ লোকদের দুর্গন্ধ যারা মানুষের গীবত করে।’ (আহমাদ ৩/৩৫১)

গীবতকারীর তাওবাহ কিভাবে কবুলযোগ্য

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **وَاتَّقُوا اللَّهَ** ‘তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।’ অর্থাৎ তাঁকে ভয় করে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চল এবং তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়। তাওবাহকারীর তাওবাহ আল্লাহ কবুল করে থাকেন। যে তাঁর দিকে ফিরে আসে এবং তাঁর উপর নির্ভরশীল হয়, তিনি তার উপর দয়া করেন।

অধিকাংশ উলামা বলেন : গীবতকারীর তাওবাহর পছা এই যে, সে ঐ অভ্যাস পরিত্যাগ করবে এবং আর কখনও ঐ পাপ করবেনা।

পূর্বে যা করেছে ওর উপরও লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া শর্ত কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যার গীবত করেছে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া শর্ত কিনা এ ব্যাপারেও মতানৈক্য আছে। কেহ কেহ বলেন যে, এটা শর্ত নয়। কারণ হয়তো সে কোন খবরই রাখেনা। সুতরাং যখন সে তার কাছে ক্ষমা চাইতে যাবে তখন সে হয়তো দুঃখিত হবে। সুতরাং এর উৎকৃষ্ট পছা এই যে, যে মাজলিসে তার দোষ সে বর্ণনা করত সেই মাজলিসে তার গুণ বর্ণনা করবে। আর ঐ অন্যায় হতে সে যথাসাধ্য নিজেকে বিরত রাখবে। এটাই বিনিময় হয়ে যাবে।

১৩। হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।

۱۳. يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

মানব জাতি আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) থেকে সৃষ্টি

আল্লাহ তা‘আলা বলছেন যে, তিনি সমস্ত মানুষকে একটি মাত্র প্রাণ হতে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ আদম (আঃ) হতে। আদম (আঃ) হতেই তিনি তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে

(আঃ) সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর এ দু'জন হতে তিনি সমস্ত মানুষ ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং বিভিন্ন গোত্র, উপগোত্রে ভাগ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আরাব **شُعْرُب** এর অন্তর্ভুক্ত। তারপর কুরাইশ, গায়ের কুরাইশ, এরপর আবার এটা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া এসবগুলি **قَبَائِل** এর মধ্যে পড়ে। কেহ কেহ বলেন যে, **شُعْرُب** দ্বারা অনারব এবং **قَبَائِل** দ্বারা আরাব দলগুলিকে বুঝানো হয়েছে। যেমন বানী ইসরাঈলকে **أَسْبَاط** বলা হয়েছে।

আমি এসব বিষয় একটি পৃথক ভূমিকায় লিখে দিয়েছি, যেগুলি আমি আবু উমার ইব্ন আবদুল বারর এর (রহঃ) ‘কিতাবুল ইশবাহ’ হতে এবং ‘কিতাবুল ফাসদ ওয়াল উমাম ফী মা’রিফাতে আনসাবিল আরাবী ওয়াল আজামী’ হতে সংগ্রহ করেছি। এই পবিত্র আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আদম (আঃ) যাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, তাঁর দিকে সম্পর্কিত হওয়ার দিক দিয়ে সারা জাহানের মানুষ একই মর্যাদা বিশিষ্ট। এখন যিনি যা কিছু ফাযীলাত লাভ করেছেন বা করবেন তা হবে দীনী কাজকর্ম এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের ভিত্তিতে। রহস্য এটাই যে, এই আয়াতটিকে গীবত করা হতে বিরত রাখা এবং একে অপরকে অপদস্থ, অপমানিত এবং তুচ্ছ ও ঘৃণিত জ্ঞান করা হতে নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত আয়াতের পরে আনয়ন করা হয়েছে যে, সমস্ত মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কের দিক দিয়ে সমান। জাতি, গোত্র ইত্যাদি শুধু পারস্পরিক পরিচয়ের জন্য। যেমন বলা হয় : অমুকের পুত্র অমুক, অমুক গোত্রের লোক। (তাবারী ২২/৩১২)

সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন যে, হুমায়ের গোত্র তাদের মিত্রদের দিকে সম্পর্কিত হত এবং হিজায়ী আরাব নিজেদেরকে নিজেদের গোত্রসমূহের দিকে সম্পর্কযুক্ত করত।

সম্মান-প্রতিপত্তি নির্ভর করে আল্লাহভীতির উপর

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন : **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ** (আল্লাহ তা‘আলার নিকট বংশ গরিমা মর্যাদা লাভের কোন কারণ নয়, বরং) আল্লাহ তা‘আলার নিকট তোমাদের মধ্যের ঐ ব্যক্তিই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী বা আল্লাহভীর।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় : ‘সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি কে?’ উত্তরে তিনি বলেন : ‘যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু (সেই সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি)।’ সাহাবীগণ (রাঃ) বললেন : ‘আমরা আপনাকে এটা জিজ্ঞেস করিনি।’ তখন তিনি বললেন : ‘তাহলে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান ছিলেন ইউসুফ (আঃ)। তিনি নিজে আল্লাহর নাবী ছিলেন, আল্লাহর নাবীর তিনি পুত্র ছিলেন, তাঁর দাদাও ছিলেন নাবী এবং তাঁর দাদার পিতাতো ছিলেন ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ)।’ তাঁরা পুনরায় বললেন : ‘আমরা আপনাকে এটাও জিজ্ঞেস করিনি।’ তিনি বললেন : ‘তাহলে কি তোমরা আমাকে আরাবদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছ?’ তাঁরা জবাবে বললেন : ‘হ্যাঁ।’ তিনি তখন বললেন : ‘অজ্ঞতার যুগে তোমাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তারাই উত্তম হবে যখন তারা দীনের জ্ঞান লাভ করবে।’ (ফাতহুল বারী ৮/২১২, ৬/৪৭৭, ৪৮১; নাসাঈ ৬/৩৬৭)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আল্লাহ তোমাদের আকৃতির দিকে দেখেননা এবং তোমাদের ধন-মালের দিকেও দেখেননা, বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তরের দিকে ও তোমাদের আমলের দিকে।’ (মুসলিম ৪/১৯৮৭, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৮৮)

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝা বিজয়ের দিন তাঁর কাসওয়া নামক উষ্ট্রের উপর সওয়ার হয়ে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করেন। তাঁর হাতের ছড়ি দ্বারা তিনি রুকনগুলি স্পর্শ করেন। অতঃপর মাসজিদে উষ্ট্রটিকে বসানোর মত জায়গা ছিলনা বলে জনগণ তাঁকে হাতে হাতে নামিয়ে নেন এবং উষ্ট্রটিকে পাহাড়ের পাদদেশে নিয়ে বসিয়ে দেন। অতঃপর তিনি স্বীয় উষ্ট্রের উপর সওয়ার হয়ে জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দেন যাতে আল্লাহ তা‘আলার হামদ ও সানা বর্ণনা করার পর তিনি বলেন :

‘হে লোকসকল! এখন আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের হতে অজ্ঞতার যুগের উপকরণসমূহ এবং বাপ দাদার নামে গর্ব করার প্রথা দূর করে দিয়েছেন। এখন দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে। এক শ্রেণীর মানুষতো সৎ আমলকারী, আল্লাহভীরু এবং আল্লাহ তা‘আলার নিকট উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ আমলহীন এবং আল্লাহ তা‘আলার দৃষ্টিতে লাঞ্চিত ও ঘৃণিত।’ অতঃপর তিনি يَا

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ... إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ এই

আয়াতটি পাঠ করেন। অতঃপর তিনি বলেন : ‘আমি এ কথা বলছি এবং আমি আমার জন্য ও তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।’ (ইবন আবী হুমাইদ ৭৯৩)

উকবাহ ইবন আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘তোমাদের এই নসবনামা বা বংশ-তালিকা তোমাদের জন্য কোন ফলদায়ক নয়। তোমরা সবাই সমভাবে আদমেরই (আঃ) সন্তান। তোমাদের কারও উপর কারও কোন মর্যাদা নেই। মর্যাদা শুধু তাকওয়ার কারণে রয়েছে। মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে হবে কর্কশ ভাষী, কৃপণ ও অকথ্য কথা উচ্চারণকারী।’ মহান আল্লাহ বলেন :

‘إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ’ আল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে সবকিছু জানেন এবং তোমাদের সমস্ত কাজ-কর্মের খবর রাখেন।’ হিদায়াত লাভের যে যোগ্য তাকে তিনি হিদায়াত দান করেন এবং যে এর যোগ্য নয় সে সুপথ প্রাপ্ত হয়না। করুণা ও শাস্তি আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। ফাযীলাত বা মর্যাদা তাঁরই হাতে। তিনি যাকে চান তাকে বুয়ুর্গী দান করেন। সমস্ত বিষয়ের খবর তিনি রাখেন, কিছুই তাঁর জ্ঞান বহির্ভূত নয়।

এই আয়াত এবং উপরে বর্ণিত হাদীসগুলিকে দলীল রূপে গ্রহণ করে আলেমগণ বলেন যে, বিবাহে বংশ ও আভিজাত্য শর্ত নয়। দীন ছাড়া অন্য কোন শর্তই ধর্তব্য নয়। কারণ আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

‘إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ’ আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।

১৪। আরাব মরুবাসীরা বলে
ঃ আমরা ঈমান আনলাম।
তুমি বল : তোমরা ঈমান
আননি, বরং তোমরা বল :
আমরা আত্মসমর্পণ করেছি;
কারণ ঈমান এখনো
তোমাদের অন্তরে প্রবেশ
করেনি। যদি তোমরা আল্লাহ
ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর
তাহলে তোমাদের কর্মফল

۱۴. قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلْ
لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي
قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ

<p>সামান্য পরিমানও কম করা হবেনা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।</p>	<p>شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ</p>
<p>১৫। তারাই মু'মিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করেনা এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ।</p>	<p>١٥. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ</p>
<p>১৬। বল : তোমরা কি তোমাদের দীন সম্পর্কে আল্লাহকে অবহিত করছ? অথচ আল্লাহ জানেন যা কিছু আছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।</p>	<p>١٦. قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ</p>
<p>১৭। তারা মনে করে আত্মসমর্পণ করে তোমাকে ধন্য করেছে। বল : তোমাদের আত্মসমর্পণ আমাকে ধন্য করেছে মনে করনা। বরং আল্লাহই ঈমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদের</p>	<p>١٧. يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ</p>

ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	لِّلْإِيمَانِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ
১৮। আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।	۱۸. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

মুসলিম ও ঈমানদারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে

যেসব আরাব বেদুঈন ইসলামে দাখিল হওয়া মাত্রই বাড়িয়ে-বাড়িয়ে নিজেদের ঈমানের দাবী করতে শুরু করেছিল, অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তরে ঈমান দৃঢ় হয়নি তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা এই দাবী করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন :

هَـ قُلْ لِّمَ تُوْمِنُوْا وَلَكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ
নাবী! তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, যেহেতু ঈমান তাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রবেশ করেনি সেই হেতু তারা ঈমান এনেছে এ কথা যেন না বলে। বরং যেন বলে যে, তারা ইসলামের গণ্ডীর মধ্যে এসেছে এবং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত হয়েছে।

এ আয়াত দ্বারা এটা জানা গেল যে, ঈমান হল ইসলাম হতে মাখসূস বা বিশিষ্ট, যেমন এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের মাযহাব। জিবরাঈল (আঃ) হতে বর্ণিত বিবরণটি হতেও এটাই প্রমাণ করে। তিনি (জিবরাঈল আঃ) ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এবং পরে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করেন ইহসান সম্পর্কে। সুতরাং সাধারণ হতে ক্রমান্বয়ে বিশিষ্টের দিকে উঠে যান। তারপর উঠে যান আরও খাস বা বিশিষ্টের দিকে।

আমীর ইব্ন সা‘দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতগুলো লোককে কিছু প্রদান করলেন এবং একটি লোককে কিছুই দিলেননা। তখন সা‘দ (রাঃ) বললেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি অমুক, অমুককে দিলেন

আর অমুককে দিলেননা, অথচ সে মু'মিন?' এ কথা তিনি তিনবার বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন : 'এবং (বল) সে মুসলিম।' এই জবাবই তিনিও তিনবার দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন : 'নিশ্চয়ই আমি কতক লোককে প্রদান করি এবং তাদের মধ্যে আমার নিকট যে খুবই প্রিয় তাকে ছেড়ে দিই, কিছুই দিইনা। এই ভয়ে দেই যে, (যাদেরকে প্রদান করি তাদেরকে প্রদান না করলে) তারা (হয়তো ইসলাম পরিত্যাগ করবে এবং এর ফলে) উল্টা মুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।' (আহমাদ ১/১৭৬) ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) নিজ নিজ গ্রন্থে এটি তাখরিজ করেছেন। (ফাতহুল বারী ১/৯৯, মুসলিম ১/১৩২) সুতরাং এ হাদীসেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'মিন ও মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য করলেন এবং জানা গেল যে, ইসলামের তুলনায় ঈমান অধিক খাস বা বিশিষ্ট। আমরা এটাকে দলীল প্রমাণাদিসহ সহীহ বুখারীর কিতাবুল ঈমানের শরাহতে বর্ণনা করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য।

সুতরাং জানা গেল যে, এই আয়াতে যে বেদুঈনদের বর্ণনা রয়েছে তারা মুনাফিক ছিলনা, তারা ছিল মুসলিম, কিন্তু ঈমান তাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়নি। তারা ঈমানের এমন উচ্চ স্তরে পৌঁছার দাবী করেছিল যেখানে তারা আসলে পৌঁছতে পারেনি। এ জন্যই তাদেরকে আদব বা ভদ্রতা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এই ভাবার্থই হবে ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং কাতাদাহর (রহঃ) উক্তির। এটাকেই ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) গ্রহণ করেছেন।

এরপর মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন : 'যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর তাহলে তোমাদের কর্ম সামান্য পরিমাণও লাঘব করা হবেনা।' যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا أَلْتَنَّهُمْ مِّنْ عَمَلٍ مِّنْ شَيْءٍ

এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করবনা। (সূরা তূর, ৫২ : ২১)
মহান আল্লাহ এরপর বলেন :

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ যারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন এবং তাদের প্রতি দয়া করেন। কেননা আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অতঃপর মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا তারা ই পূর্ণ মু'মিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করেনা, বরং ঈমানের উপর অটল থাকে এবং সন্তুষ্ট চিন্তে জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খুশির লক্ষ্যে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, তাই সত্যনিষ্ঠ। অর্থাৎ এরাই এমন লোক যারা বলতে পারে যে, তারা ঈমান এনেছে। তারা ঐ বেদুঈনদের মত নয় যারা শুধু মুখেই ঈমানের দাবী করে। এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন :

قُلْ اَتَعْلَمُوْنَ اللّٰهُ بِدِيْنِكُمْ তোমরা তোমাদের ঈমান ও দীনের কথা আল্লাহকে জানাচ্ছ? অথচ আল্লাহ এমনই যে, যমীন ও আসমানের অণু পরিমাণ জিনিসও তাঁর নিকট গোপন নেই। যা কিছু আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে রয়েছে সবই তিনি জানেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। মহান আল্লাহ বলেন :

يٰۤاَيُّهَا اَسْلَمُوْا عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا قُلْ لَا تَمْنُوْا عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ বেদুঈন ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে তোমাকে অনুগ্রহের খোঁটা দিচ্ছে তুমি তাদেরকে বলে দাও : তোমরা ইসলাম কবুল করেছে বলে আমাকে অনুগ্রহের খোঁটা দিওনা। তোমরা ইসলাম কবুল করলে, আমার আনুগত্য করলে এবং আমাকে সাহায্য করলে তোমাদের নিজেদেরই উপকার হবে, বরং আল্লাহই ঈমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, এটা তোমাদের প্রতিই আল্লাহর বড় অনুগ্রহ, যদি তোমরা তোমাদের ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হও।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুলাইনের যুদ্ধের শেষে আনসারগণকে বলেছিলেন : 'আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট অবস্থায় পাইনি? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেছেন? তোমরাতো একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলে। অতঃপর আমার দ্বারা আল্লাহ তোমাদেরকে একত্রিত করেছেন এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি করেছেন? তোমরাতো দরিদ্র ছিলে, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে সম্পদশালী করেছেন?' তারা তাঁর প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তরে সমস্বরে বলতে থাকেন : 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উপর এর চেয়েও অনেক বেশি অনুগ্রহকারী।' (ফাতহুল বারী ৭/৬৪৪)

ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বানু আসাদ গোত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে এবং বলে : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা মুসলিম হয়েছি। আরাবরা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, কিন্তু আমরা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি।' তখন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘এদের বোধশক্তি কম এবং তাদের মুখ দ্বারা শাইতানরা কথা বলছে।’ তখন ... يَمْنُونُ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ... এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (নাসাঈ ১১৫১৯)

পুনরায় আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রশস্ত ও ব্যাপক জ্ঞান এবং বান্দাদের সমস্ত আমল সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল হওয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। তাঁর বান্দাদের সমস্ত আমলের তিনি পূর্ণ খবর রাখেন।

সূরা হুজুরাত এর তাফসীর সমাপ্ত।